হঠাৎ অশান্ত শান্ত

কাইউম পারভেজ

রাস্তা দিয়ে অনেক টহল গাড়ী। গাড়ীতে সশস্ত্র মানুষ। কিন্তু সাধারণ পোষাক। কোন ইউনিফর্ম নয়। শহরের সব অলিতে গলিতে এখন এই টহল বাহিনী। থেকে থেকে নারায়ে তক্‌বীর ধ্বনি দেয়। যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা কী নারী কী পুরুষ সবাইকেই তল্লাশী করছে। নারীরা তো এখন বোরখা ছাড়া ঘর থেকে বেরুতেই পারছে না। দেশের সকল নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক আইনের আদালত সব উঠে গেছে। সব কিছু চলছে ধর্মীয় আইনে। সে আইনও আবার ব্যক্তি বিশেষদের নিয়ন্ত্রনে। তারা যা বলবে করবে সেটাই নাকি ধর্মীয় আইন। সেটাই দেশের আইন। কেউ মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না। প্রতিবাদের তো প্রশ্নই আসে না। যারা প্রতিবাদ করতে পারতো তারা হয় হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছে নয় দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শান্ত কিছুতেই আর ভাবতে পারছে না। কেন এমন হলো? কেমন করে এমন হলো? কেমন করে রাতারাতি সব কিছু পাল্টে গেলো। ভাবতেই পারছে না। শান্ত-র বাবা মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশটা স্বাধীন করেছিলো। ওর দাদা ভাষা আন্দোলনের এক সৈনিক। সেই রক্তের ধারা বহন করে শান্ত কী করে শান্ত হয়ে বসে আছে। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে।

নিজেকে নিজেই চিমটি কেটে দেখছে- শান্ত তো? নাকি অন্য কেউ? কিরে শান্ত চুপ করে বসে আছিস কেন? তালেবানী দেশটাকে মেনে নিতে পারলি? পারছিস? পারবি?

ভাষাটা ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। সবাই যেন কেমন একটা মিশ্র বাংলা বলছে! এটা সালাম বরকত রফিক উদ্দীনের বাংলা নয়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের বাংলা নয়। গানতো বন্ধই হয়ে গেছে অনেক আগে। মনে হয় এ যেন রোবটের শহর। কোথাও কোন প্রাণ নেই। পাখীদেরও না। পাখীগুলো ট্রেনের বয়স্ক যাত্রীদের মত কেবলই ঝিমায়। ওরা যে উড়তে পারতো, গান গাইতে পারতো সেটাও ওরা যেন ভুলে গেছে। তাহলে কি আর বই মেলা হবে না? বৈশাখী মেলা হবে না? জারি সারি ভাটিয়ালী হবে না? স্ত্রী ছেলে মেয়ের হাত ধরে পার্কে মেলায় শপিং-এ যাওয়া হবে না? ছায়ানট, শিল্পকলা, চারুকলা, ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, মেয়েদের সাঁতার জিমনাষ্টিক সব বাদ ---বাদ-------?

না----------। দু'কান চেপে ধরে চিৎকার করছে শান্ত। শান্ত এখন অশান্ত। এ হতে পারে না। কক্ষনো না। ওর চিৎকারে দৌড়ে আসে শেলী।

এই শান্ত শা-ন্ত কি হয়েছে? হঠাৎ তোমার কী হলো? তুমি না পেপার পড়ছিলে?

হ্যাঁ পড়ছিলাম। দেখো দেখো এ খবরটা পড়। খবরটা পড়তে একটু তন্দ্রা লেগেছিলো -

কই দেখি কী খবর পড়ছিলে? অম ---বাংলাদেশে জিহাদ শুরু করার আহবান আল কায়দা নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরির - "ভারতীয় উপমহাদেশ ও পশ্চিমাদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ করে ইন্টারনেটে একটি ভিডিওবার্তা ছাড়া হয়েছে, যাতে আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরির নাম ও ছবি সংযুক্ত রয়েছে।-------"

ও তুমি এ খবরটা পড়ে----

হ্যাঁ গো খবরটা পড়ার পর একটু তন্দ্রা লেগেছিলো চোখে তাই ঘুমের ঘোরে দেখছিলাম দেশ যদি সত্যি তালেবানীদের হাতে চলে যায় তবে -

শোন তোমাকে একটা কথা বলি আফগানিস্তান ছাড়া বিশ্বের কোথাও মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতায় যেতে পারেনি। আফগানিস্তানে কিছুকাল পেরেছিলো যেহেতু তখন ওদের পক্ষে ছিলো আমেরিকা। কারণ আফগানিস্তান থেকে কমিউনিষ্ট (রাশিয়া) তাড়াতে হবে। সেই কারণেই তালেবানের সৃষ্টি। বিন লাদেনের সৃষ্টি। পরে ওটাই হয়ে গেলো আমেরিকার গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়া। আমাদের দেশের ইতিহাস ভাষা আন্দোলন আর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের ইতিহাস তাই এর প্রেক্ষাপটই ভিন্ন। বাষট্টি বছর পর এখনও মানুষ খালি পায়ে প্রভাতফেরী করে। মিনারে ফুল দেয়। অত্তো সোজা না। গত তিন মাসে ওরা অনেক জুজুর ভয় দেখিয়েছে তান্ডব চালিয়েছে। কিছুই করতে পারেনি। কোনদিনই পারবে না।

শোন শেলী - কয়েক বছর এই প্রভাত ফেরীতে যাওয়া হয়নি। কাল যাবই। গেলেই বাঙালি থাকবো। আর বাঙালি থাকতে পারলেই তালেবানীদের শ্যেণ দৃষ্টি থেকে মুক্তিযুদ্ধে অর্জন করা এ দেশটাকে রক্ষা করতে পারবো।

শান্ত উঠে বাথরুমে গেলো চোখ ধুতে আর শেলী গুনগুনিয়ে সুর ভাজলো- "আমি কি ভুলিতে পারি"। আ --- আ---- ও--- ও--- আ--- আ--- আ-----।